10) জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ? (5) (*)

⇒ বর্তমানে পৃথিবীতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ — কোনোটিকেই এককভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়নি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ এর মিশ্রণে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র তত্ত্বের উৎপত্তি ঘটেছে। হবম্যানের ভাষায়, "এখানে একাধারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় আছে"।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কোল এর মতে জনকল্যাণকর

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্র বলতে এমন একটি সমাজব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার মতো সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকে। শ্লেসিংগার এর মতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সরকার সমস্ত নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। ইভেনস্টাইন এর মতে যে রাষ্ট্র প্রতিটি ব্যক্তির জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান রক্ষার ব্যবস্থা করে নাগরিকদের অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ করে দেয় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সেই রাষ্ট্রই জনকল্যাণকর রাষ্ট্র। পেনেলোপের মতে যেখানে রাষ্ট্রের মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা এবং সমাজ জীবনের প্রতিশ্রুতি পায় তাকে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণা কার্যকরী হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য :—

প্রথমত,

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তাগণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতো রাষ্ট্রকে একটি অতিকারক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন না আবার সমাজতন্ত্রবাদীদের মতো সর্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বে আস্থাশীল নন। তারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বজায় রেখে রাষ্ট্রের মাধ্যমে কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী রূপায়নের কথা বলেন।

দ্বিতীয়ত,

কল্যাণকর রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন অর্থাৎ এখানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ সহাবস্থান করে। মূল বা বুনিয়াদি শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অধীনে রাখা হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে তবে ব্যক্তিগত শিল্প ও বাণিজ্যকে কিছুটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করতে হয়।

তৃতীয়ত,

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য - পরিকল্পিত অর্থনীতি, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীলতা, রাষ্ট্রের উদ্যোগে নানা ধরনের জনকল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি হল জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের

Scanned with CamScanner

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানে সংস্কার ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রাহ্য হয়।

কার্যাবলী —

জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে যে ব্যাপক কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় সেগুলি হল —

i) মৌলিক কার্য — যেকোনো রাষ্ট্রের মতো জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে কতকগুলি মৌলিক কার্য সম্পাদন করতে হয় যেমন- অভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বহিঃশক্তির আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে আইনকানুন প্রনয়ন করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন করা ইত্যাদি।

ii) ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষন — জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে স্বীকার করা হয়। তাই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই পালন করতে হয় তবে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক আইনও প্রনয়ন করেন।

iii) অর্থনৈতিক কার্য — সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, মজুতদারি ও কালো বাজারি বন্ধ করা, মুনাফার পরিবর্তে সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা, কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন, গরীব ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণদান ও অন্যান্য সাহায্য দান, ভূমি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহন, বেকার সমস্যার সমাধান, শ্রমিকের কাজের পরিবেশ ও শর্তের উন্নয়ন প্রভৃতি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

iv) কল্যাণমূলক কাজ — স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনা করা, শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারন করা, জীবনবীমার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা,

Scanned with CamScanner

সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, পণপ্রথা প্রভৃতির অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা, সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধান করা ইত্যাদি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সামাজিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

(v) রাজনৈতিক কার্য — অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা, সুস্থ জনমত গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করা ——— প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা, আমলাতন্ত্রের প্রভাব হ্রাস করা এই শ্রেণীর কাজের মধ্যে পড়ে।

উপরিউক্ত কার্যাবলী ছাড়াও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে সেইসব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব নিতে হয় যেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ জাতীয় মুদ্রা, রেলপথ, বিমানপথ, ডাক ও তার প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়।

Scanned with CamScanner